

ই-সেচসেবা

১। মন্ত্রণালয়ের নাম:

- কৃষি মন্ত্রণালয়।

২। দপ্তর/সংস্থার নামঃ

- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৩। উদ্ভাবনের শিরোনাম:

- ই-সেচসেবা।

৪। যেভাবে যাত্রা শুরু

- বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে প্রায় ১৬০০০ সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে ৫.০৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করছে। সেচ যন্ত্র নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামত করা না হলে কৃষকের শ্রমঘন্টার পাশাপাশি অর্থের অপচয় হয় এবং ফসল উৎপাদন ব্যহত হয়। সেচযন্ত্র নষ্ট হলে অফিস প্রধান সময়মতো সেবার আবেদনের বিষয়টি অবহিত হতেন না ফলে সেবা প্রদানে বিলম্ব হলে তিনি তা ঠিক মতো তদারক করতে পারতেন না। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার ডকুমেন্টেশন না থাকায় জবাবদিহিতার ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ ছিল। সেচযন্ত্র মেরামতের সময় কোন মালামালের প্রয়োজন হলে মেকানিক কে অফিসে এসে চাহিদা প্রদান করতে হতো এবং অনেক সময় অফিস প্রধান দাপ্তরিক কাজে বাইরে থাকলে মালামাল সরবরাহে বিলম্ব হতো। জমিতে কখন কি পরিমাণ সেচ প্রয়োজন তা কৃষক জানে না এবং প্রচলিত ধারণা অসুযায়ী তারা অতিরিক্ত সেচ প্রদান করে থাকে।

- অনুপ্রেরণার উৎসঃ

এটুআই প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কমিশনার রংপুরের আয়োজনে ০৮-১২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে ৫ দিন ব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবক জনাব এ কে এম মশিউর রহমানের নাগরিক সেবা উন্নত করার বিষয়ে ধারণার পরিবর্তন আসে। দ্রুততম সময়ে জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করনের বিষয়ে তিনি কাজ করার চিন্তা শুরু করেন। এটুআই এর মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তার দক্ষতা, চিন্তা করার শক্তি ও মানসিকতার যে পরিবর্তন হয়েছে তারই ফসল এই উদ্ভাবন।

- সমস্যা সমাধানের কৌশলঃ

- www.sechseba.gov.bd নামক একটি ওয়েব এপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে।
- সেবার আবেদন দাখিলের জন্য কৃষক www.sechseba.gov.bd ওয়েব এপ্লিকেশন অথবা মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে এককালীন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে আবেদন করেন।

- আবেদনের সাথে সাথে অফিস প্রধান SMS এর মাধ্যমে অবগত হয়ে সময়সীমা নির্ধারন করে দায়িত্ব অর্পন করেন।
- আবেদনকারীকে কে কখন সেবাটি প্রদান করবেন তা SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ায় তিনি নিশ্চিত্তে থাকতে পারছেন।
- সেবা প্রদানকারী ও তদারককারী কর্মকর্তাকেও একই সাথে দায়িত্ব অর্পনের বিষয়টি SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।
- সেচ যন্ত্র মেরামতের সময় কোন মালামালের প্রয়োজন হলে সেবা প্রদানকারী অনলাইনে মালামালের চাহিদা পত্র প্রদান করেন।
- অফিস প্রধান চাহিদার যৌক্তিকতা বিবেচনা করে চাহিদা অনুমোদন করেন। সাথে সাথে SMS এর মাধ্যমে গুদাম রক্ষকের নিকট একটি গোপন নম্বর সম্বলিত মালামাল প্রদানের নির্দেশনা চলে যায় এবং আবেদনকারীর নিকট কি মালামাল কয়টি সরবরাহ করা হলো, তা জানিয়ে SMS প্রদান করা হয়। আবেদনকারী তখন গুদাম রক্ষক কে SMS দেখিয়ে প্রিন্টেড চাহিদাপত্রে স্বাক্ষর করে মালামাল গ্রহন করেন।
- উর্ধতন কর্মকর্তা এপ্লিকেশনে লগইন করলে তার আওতাধীন সকল সেবা প্রদান কার্যক্রম তদারকি করতে পারেন।
- সেবা প্রদান শেষে সেবা প্রদানকারী তা অনলাইনে এন্ট্রি করেন।
- প্রতিটি সেবার বিপরীতে সেবা গ্রহীতা মূল্যায়ন করতে পারছেন। অসন্তোষজনক বা নিম্নমানের রেটিং পাওয়া গেলে অফিস প্রধানের নিকট SMS চলে যাচ্ছে। যাতে করে তিনি সেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
- জমির আর্দ্রতা, মাটির ধরন, ফসল রোপণের তারিখ ও সেচ যন্ত্রের ক্ষমতা উল্লেখ করে জমি কি পরিমান সেচ প্রয়োজন তা জানতে পাওয়া যায়।
- কৃষক সেচ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য আগাম বুকিং দিতে পারেন।

- যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

- কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী রংপুর রিজিয়ন সহ রিজিয়নাধীন অন্যান্য প্রকৌশলীদের সাথে উদ্ভাবন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।
- উপকারভোগী কৃষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।
- ই-সেচসেবা নামক একটি ওয়েব এপ্লিকেশন তৈরী করা হয় এবং উদ্ভাবনটি রংপুর সদর উপজেলায় পাইলটিং করা হয়।
- SIF হতে ২১,৭০,০০০ টাকা আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর নতুন ভাবে একটি এপ্লিকেশন তৈরী করা হয়।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- কৃষক ও গভীর নলকুপের অপারেটরদের এপ্লিকেশনের ব্যবহার কৌশল শেখানো হয় এবং উদ্বুদ্ধ করনের মাধ্যমে এপ্লিকেশন ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়।

- বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ যেভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ
 - ওয়েব এপ্লিকেশন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় উদ্ভাবক নিজেই www.sechseba.com ওয়েব এপ্লিকেশনটি তৈরী করে রংপুর সদর উপজেলায় পাইলটিং করেন। ফলে এপ্লিকেশন তৈরীর জন্য কোন অর্থ ব্যয় হয় নাই।
 - পরবর্তীতে এপ্লিকেশনটি আরো উন্নয়নের জন্য সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড হতে ই-সেচসেবা শীর্ষক একটি প্রকল্প পাওয়া যায়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নতুনভাবে একটি ওয়েব এপ্লিকেশন তৈরী করা হয়। www.sechseba.gov.bd নামক এপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে বর্তমানে রংপুর সদর, বদলগাছী, মহাদেবপুর, তানোর এবং বাগমারা উপজেলায় পাইলটিং কাজ চলমান রয়েছে।
 - যে সকল কৃষক ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে না তারা পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে অথবা নির্দিষ্ট একটি ফোন নাম্বারে ফোন করে সেবার আবেদন করতে পারে এক্ষেত্রে তার পক্ষে আবেদনটি অনলাইনে দাখিল করা হয়। বিষয়টি আরো সুন্দর ভাবে সমাধান করতে চাইলে কৃষি কল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ
 - ০৬/০৮/১৭ ইং তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর যৌথ আয়োজনে শোকেসিং এ উদ্ভাবনটি রেলিকেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।
 - ১৬৮ জন কৃষক কে ই-সেচসেবা ব্যবহার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সীমিত আকারে চলমান রয়েছে।
- টেকসইকরণের জন্য ভবিষ্যতে যা করণীয়ঃ
 - উদ্ভাবনটি মাঠপর্যায়ে রেলিকেশনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করণের ব্যবস্থা করা জরুরী।
 - সেচ সিডিউল নির্ভুলভাবে প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসল নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।
 - বিভিন্ন ফসলের জন্য সেচ সিডিউল মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে কার্যকারীতা যাচাই এবং তা ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।
 - কৃষি ও নাগরিক সেবা গ্রহনে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভর্তুকীমূল্যে তাদের নিকট স্মার্টফোন ও আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র সরবরাহ করা।
 - মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেচ গ্রহণ করা সহ সেচের খরচ মোবাইল ব্যাংকিংএর মাধ্যমে পরিশোধ করা যেতে পারে। এতে করে প্রচলিত পদ্ধতির ভোগান্তি হতে কৃষক মুক্ত হতে পারবে।

৫। পরিবর্তনের শুরুর কথাঃ

- উপকারভোগীর বিবরণঃ
 - ই-সেচসেবা ব্যবহারের ফলে বর্তমানে প্রায় ১৫০০০ কৃষক পরিবার দূততম সময়ে সেচসুবিধা পাচ্ছেন। বিএমডিএর প্রায় ৪.৫ লক্ষ কৃষক পরিবার পর্যায়ক্রমে এই সুবিধার আওতায় আসবে।

- ই-সেচসেবা ব্যবহার করে অদ্যাবধি ৮৩২ টি সেবার মধ্যে ৭৪৪ টি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের শতকরা হার ৮৯%। সেচ সিডিউল ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনে সারা দেশের কৃষক উপকৃত হবে।
- **সুদূরপ্রসারী যে অবদান রাখবেঃ**
 - দ্রুততম সময়ে সেচ যন্ত্র মেরামত করা হলে কৃষকের সেচ খরচ হ্রাস পাবে। বিএমডিএর সকল অফিসে এই সেবা চালু করা হলে বছরে প্রায় ১ লক্ষ সেবা প্রচলিত পদ্ধতি থেকে প্রায় ৩০-৪০% কম সময়ে প্রদান করা সম্ভব হবে। সেবা গ্রহণে ৭০-৭৫% খরচ সাশ্রয় হবে। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সেচ সিডিউলিং এর মাধ্যমে সেচ সাশ্রয়ের পাশাপাশি জ্বালানী সাশ্রয় হবে। সরকারী সেবা গ্রহণে জনগনের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।
- **পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে যে পরিবর্তন এসেছেঃ**
 - অনলাইনের মাধ্যমে মালামালের চাহিদা প্রদান করা যাচ্ছে ফলে মালামাল সরবরাহ দ্রুত হচ্ছে। আবেদনকারী তার আবেদনের বিপরীতে কি মালামাল পেলেন তা SMS এর মাধ্যমে অবহিত হচ্ছেন।
 - দুর্গীতির সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
 - জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
 - সেবা গ্রহীতার মূল্যায়নের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।
 - নাগরিক সেরায় জনগনের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।
 - উর্দ্ধতন কর্মকর্তা সরাসরি সেবা কার্যক্রম তদারকি করতে পারছেন।
 - কে কখন সেবাটি প্রদান করবে তা জানতে পেরে কৃষক নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে।
 - সেবা প্রদানের উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা নিরূপণের ফলে দ্রুত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
- **টিসিভি বিশ্লেষণঃ**

সমাধানের প্রভাব মূল্যায়ন TCV		
	পূর্বে	পরে
সময় (I) দিন	২-৩	০-১
খরচ (C) টাকা	৪০০-৫০০	০-১৫০
পরিদর্শন (V) দিন	৩-৪	০-১
সমাধানের ফলে গুনগত পরিবর্তন		
	পূর্বে	পরে
জবাবদিহিতা	↓	↑
দুর্গীতির সুযোগ	↑	↓
সেবার মান বৃদ্ধির সুযোগ	↓	↑
নাগরিক সেবায় জনগনের আস্থা	↓	↑

৬। উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

- সেবা গ্রহিতার প্রতিক্রিয়াঃ

আগে আমাদের অফিসে অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানাতে হইত, মেশিন ঠিক করতে বিলম্ব হইত, ই-সেচসেবার মাধ্যমে এখন তাৎক্ষনিক একটা সমাধান পাইয়া যাই। সবচেয়ে বড় কথা আমার আবেদনের একটা ডকুমেন্ট থেকে যায়। আমি কেমন সেবা পেলাম তা আমি সরাসরি রেটিং করতে পারি। এছাড়া ই-সেচসেবা ব্যবহারের কারণে সিনিয়র স্যারদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করা অনেক সহজ হয়েছে।

- গভীর নলতুপের অপারেটরঃ

কখন মেশিন চালু হবে তা জানতে পারায় আমরা কৃষকদের একটা ঠিক সময় জানাতে পারি। তারা একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারে। ই-সেচসেবার মাধ্যমে আমার জন্য অফিস থেকে কি কি মালামাল দেওয়া হয়েছে তা SMS এর মাধ্যমে জানতে পারি।

- উপজেলা চেয়ারম্যান রংপুর সদরের প্রতিক্রিয়াঃ

ই-সেচসেবার আগে অনেক অভিযোগ ছিলো, অনিয়ম ছিলো। এই সেবা চালু হবার পরে কিন্তু আমাদের থেকে অনিয়ম দূর হয়েছে আমাদের যারা গ্রাহক তারা দ্রুততম সময়ে এই সেবাটি পাচ্ছে।

- উদ্ভাবকের প্রতিক্রিয়াঃ

সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দুর্গীতিকে উৎসাহিত করে। ভোগান্তি মুক্ত জবাবদিহিতা মূলক সেবা ব্যবস্থা চালু করার জন্যই আমার এই উদ্ভাবন। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমার এই বর্তমান অবস্থা। ভালো কিছু করতে গেলে বাধা আসে সেই বাধাই আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে প্রেরনা ও সাহস যুগিয়েছে। বিএমডিএর সকল অফিসে সফলভাবে সেবাটি চালু করতে পারলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহাযজ্ঞে শরিক হওয়ার আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল হবে।

৭। এপর্যন্ত অর্জনঃ

- এপ্লিকেশনের উন্নয়ন ও পাইলটিংএর জন্য সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড পাওয়া গেছে।
- ০৬/০৮/২০১৭ তারিখে উদ্ভাবনটি বিএমডিএর সকল দপ্তরে রেপ্লিকেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন” বিষয়ে রংপুর জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা/ ২০১৭ তে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন।

৮। সেবা প্রাপ্তির/ বিস্তারিত জানার জন্য লিংক

- ওয়েব এপ্লিকেশনের ঠিকানা
 - www.sechseba.gov.bd
- মোবাইল এ্যাপ ডাউনলোড লিংক
 - <https://play.google.com/store/apps/details?id=bd.gov.sechseba.bmda>
- উদ্ভাবন সম্বলিত ভিডিওঃ
 - <https://web.facebook.com/a2iInnovationtalk/videos/457157024747880/>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=IOA4QP92y3E>
- উদ্ভাবকের পরিচিতি
 - প্রকৌঃ এ কে এম মশিউর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রংপুর।
 - মোবাইল নং ০১৭১৮২৮১৮১২
 - ই-মেইল moshiursam@gmail.com
 - ফেইসবুক <https://web.facebook.com/esechseba>

